সেল্ফ মাই ডিজিটাল বিজনেস প্লাটফর্মঃ

একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

০৯ ই রমজান ১৪৪৫ হিজরী

ফুয়াদ মাহমুদ
শিক্ষার্থী, ফাত্ওয়া ও ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)
জামিআ নূরানিয়া তারাপাশা কিশোরগঞ্জ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حامدًا و مصليًا و مسلمًا أما بعد

সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি একমাত্র ইসলাম। সফল ও আলোকিত জীবনের বাহন একমাত্র ইসলাম। ইসলাম উত্তম ও আদর্শ জীবনের জন্য সুন্দর ও উজ্জ্বল কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। কিছু বিধান আরোপ করেছে। ইসলাম যেগুলোকে হালাল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে পুরো দুনিয়া সেগুলোকে হারাম বললেও তা হারামে রূপান্তর হয়ে যাবে না। তেমনিভাবে যেগুলোকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে পুরো কায়িনাত সেগুলোকে হালাল হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তাতে জড়ানোর কোন সুযোগ থাকবে না। নিশ্চই ইসলাম আল্লাহর ধর্ম । ইসলামের বিধানাবলী সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবর্তিত । নিশ্চই তিনি মহান। সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ইসলাম যেগুলোকে হালাল করেছে সেগুলোর অন্যতম একটি হলো ব্যবসা। যুগ যুগ ধরে মানুষ জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বিভিন্ন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আসছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:-

وأحل الله البيع و حرم الربوا.

> আর আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন ।[1]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মা'আনী'তে উল্লেখ করা হয়েছে :-

والظاهر عموم البيع و الربا في كل بيع و في كل ربا إلا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع و إحلال بعض الربا

১ সুরা বাকারা :-২৭৫

> মর্মার্থ:- ব্যাপকভাবে ব্যবসা হালাল , তবে দলিল প্রমাণের আলোকে কোন কোন ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, অর্থ্যাৎ কিছু কিছু ব্যবসা হারাম [2] ।

সে হালাল ও হারাম ব্যবসার মাঝে পরখ করে শুধু হালাল ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করার লক্ষ্যে আজকাল কিছু ভাই আমাদের নিকট আবেদন করেন যে, 'সেল্ফ মাই ডিজিটাল বিজনেস' নামে এক অনলাইন ব্যবসা পলিসি বের হয়েছে । ইসলামী শরীয়তে পলিসিটির বৈধতা কতটুকু ? প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন না করেই আমরা তাতে যুক্ত হয়ে পড়েছি। অনুগ্রহ করে এর শরঈ সমাধান দিয়ে বাধিত করুন। যাতে আমরা হারাম উপার্জন থেকে বাঁচতে পারি এবং শুধু হালাল উপার্জনকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

সত্যিই এদেশে দরিদ্র ও বেকার লোকের সংখ্যা বেশি হলেও শতকরা নব্বই ভাগ মানষ মুসলিম হওয়ায় যে কোন কাজে নামার আগে তাদের অন্তরে একটি সংশয় থেকেই যায় যে, বিষয়টি ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না?

আমরা এখানে সে দিকটিই তুলে ধরার প্রয়াস চালাবো ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের নির্দেশিত পথের উপর থাকার লক্ষ্যে যারা আমাদের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তাদের প্রতি আন্তরিক দু'আ ও ভালোবাসা রেখে লেখাটি শুরু করছি। আল্লাহ লেখাটিকে সবার জন্য ইসলামী ব্যবসানীতির উপর থেকে হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। নিশ্চই আল্লাহ সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান এবং সব কিছুর উপর সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী।

---

[২] রুহুল মা'আনী:- ৩/৬৯ (দারুল হাদীস আল-ক্বাহেরা)

মূল আলোচনা:-

সেল্ফ একটি অনলাইন ব্যবসা পলিসি। গুটি কয়েক বছর আগেই এর সূচনা হয়। এ পলিসিতে বেশ কয়েকটি বিজনেস প্লাটফর্ম রয়েছে। এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য দু'টি প্লাটফর্ম তথা 'টিমগঠন' ও 'রিসেলিং' নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। এতেই সম্মানিত পাঠকগণ সেল্ফের শরঈ দৃষ্টিকোণ কি হতে পারে তা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন বলে আশা করি।

১. টিম গঠন:-

সেল্ফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হচ্ছে টিম গঠন। এ ব্যবসা জকবসজচচচচ্হতবপলিসির মূল ভিত্তি ও প্রধান লক্ষ্য এটিই। বলা চলে এর উপরই ব্যবসাটি দাঁড়িয়ে আছে। একজন সেল্ফকর্মী যতটুকু সময় সেল্ফে দিয়ে থাকে তার প্রায় পুরোটাই এর পিছনে ব্যয় করে। সুতরাং সেল্ফ জায়েয নাজায়েয হওয়ার উপর এ প্লাটফর্মটির অনেক প্রভাব রয়েছে।
নিম্নে এর কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

প্লাটফর্ম পরিচিতি:

টিমগঠনের প্রকৃত রূপ হচ্ছে বহুস্তর বিশিষ্ট বিপণন। এটি একটি ব্যবসা পদ্ধতি। পদ্ধতিটি শুধু সেল্ফের সাথে বিশিষ্ট নয়। সেল্ফ সূচনার বহু আগেই বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিলো। এটি মূলত ডিস্ট্রিবিউটরদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রি করার একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় আপলাইন ও ডাউনলাইন নামে বহুস্তরের ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি হয়। ডাউন লাইনের কোন ব্যক্তি কর্তৃক

বিক্রিত পণ্য দ্রব্য ও ক্রেতা সংগ্রহের একটি কমিশন আপলাইন ডিস্ট্রিবিউটর পেয়ে থাকে।

এখানে কাজ করতে হলে প্রথমে 'প্রফেশনাল আর্নিং কোর্স' নামে কিছু ভিডিও (পণ্য) ক্রয় করতে হয়। কোর্স ক্রয়ের পর তারা সেল্ফের ডিস্ট্রিবিউটর বা পরিবেশক হিসেবে গণ্য হয়। এর মাধ্যমে তারা কোর্স রেফারে স্বাধীন ঠিকাদার বা মুক্ত ব্যবসায়ী হিসেবে নিয়োজিত হয়। ফলে তারা যতজনের কাছে কোর্সটি রেফার করে অর্থাৎ কোর্সটি কেনার জন্য যতজন ক্রেতা সংগ্রহ করে দেয় প্রতিজনের বিনিময়ে তাদেরকে ৩৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। তাদের সংগ্রহ করা ক্রেতাদেরকে সেল্ফের পরিভাষায় তাদের প্রথম চ্যানেল বলে। তাদের প্রথম চ্যানেলের সদস্যরা যতজন ক্রেতা জোগাড় করে তারা তাদের প্রথম চ্যানেল এবং প্রথম রেফারকারীর ২য় চ্যানেল বলে গণ্য হয়। বিনিময়ে তারা ৩৫০ টাকা করে এবং প্রথম রেফারকারী ১৫০ টাকা করে পায়। অতঃপর তারা যতজনের কাছে কোর্সটি সেল দেয় তারা তাদের প্রথম চ্যানেল, তার উপরের ব্যক্তির দ্বিতীয় চ্যানেল এবং তার উপরের ব্যক্তির তৃতীয় চ্যানেল বলে গণ্য হয়। বিনিময়ে যিনি সরাসরি রেফার করেছেন তিনি ৩৫০ টাকা করে, তার উপরের ব্যক্তি ১৫০ টাকা করে তার উপরের ব্যক্তি ৮০ টাকা করে পান। এভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব সূত্র ধরে অধঃস্তন পনের চ্যানেল পর্যন্ত যতজন ক্রেতা জোগাড় হবে প্রতিজনের বিনিময়ে ইনকাম আসতে থাকবে।

নিচের ছকটি দেখুন:-

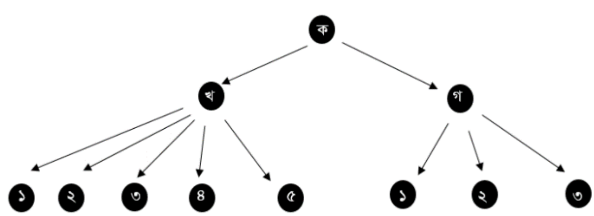

উক্ত ছকে ‘ক’- নামক ব্যক্তি কোর্স ক্রয়ের মাধ্যমে সেল্ফের ক্রেতা ও পরিবেশক হলো। এরপর লোকটি ‘খ’ ও ‘গ’- নামক আরো দুজনকে সেল্ফের ক্রেতা ও পরিবেশক বানালো। তাই এখানে ‘ক’- নামক ব্যক্তি হবে প্রথম রেফারকারী। ‘খ’ ও ‘গ’- নামক ব্যক্তি তার প্রথম চ্যানেল। বিনিময়ে ‘ক’- নামক ব্যক্তি ৩৫০+৩৫০=৭০০ টাকা পাবে। অতপর ‘খ’- নামক ব্যক্তি আরো পাঁচজন এর কাছে রেফার করলো । এই পাঁচজন ‘খ’ নামক ব্যক্তির প্রথম চ্যানেল হবে এবং ‘ক’- নামক ব্যক্তির দ্বিতীয় চ্যানেল হবে। বিনিময়ে ‘খ’- নামক ব্যক্তি প্রত্যেকের জন্য ৩৫০ টাকা করে পাবে আর ‘ক’- নামক ব্যক্তি ১৫০ টাকা করে পাবে। অপরদিকে ‘গ’- নামক ব্যক্তি ৩ জনকে সেল্ফে ভেড়ালো। এই ৩ জন ‘গ’- নামক ব্যক্তির প্রথম চ্যানেল এবং ‘ক’- নামক ব্যক্তির দ্বিতীয় চ্যানেল হবে । বিনিময়ে ‘গ’- নামক ব্যক্তি ৩৫০ করে আর ‘ক’- নামক ব্যক্তি ১৫০ করে পাবে। এভাবে প্রত্যেকের সূত্র ধরে ১৫ চ্যানেল পর্যন্ত যতজন ক্রেতা জোগাড় হবে প্রত্যেকের বিনিময়ে ইনকাম আসতে থাকবে।

অতঃপর প্রত্যেকের নিচের পনেরো চ্যানেল পর্যন্ত যতজন ক্রেতা হবে তাদের সবাইকে নিয়ে একটি টিম গঠন হবে এবং সে টিমের লিডার হিসেবে থাকবে।

সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণে ‘ক’ তার পনেরো ডাউন লেভেলের লিডার। ‘খ’ ও ‘গ’ হলো ‘ক’এর টিমের সদস্য এবং স্বীয় পনেরো ডাউন লেভেলের লিডার । ‘খ’ এর রেফার কৃত পাঁচ জন ‘খ’ ও ‘ক’ এর টিমের সদস্য ও স্বীয় পনের ডাউন লেভেলের লিডার । ‘গ’ এর রেফার করা তিনজন ‘গ’ ও ‘ক’ এর টিমের সদস্য এবং স্বীয় পনের ডাউন লেভেলের লিডার । এভাবে প্রত্যেকেই উর্ধ্বঃতন পনেরটি টিমের সদস্য এবং অধ্বঃস্তন একটি টিমের লিডার। সুতরাং এ বিভাগে যারা কাজ করে তারা সবাই কোন না কোন টিমের লিডার যদি কোন ক্রেতা সংগ্রহ করে থাকে।

লিডারদের দায়িত্ব

তাদের দায়িত্ব হলো নিজ টিম পরিচালনা করা, টিমের সদস্যদের দিক-নির্দেশনা দেওয়া এবং সময়ে সময়ে তাদের কাজ শেখানো।

লিডারদের পারিশ্রমিক

টিমের লিডারদেরকে কয়েক পদ্ধতিতে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যথা:

- বহুস্তর সুবিধা। অর্থাৎ কেউ কোন ক্রেতা জোগাড় করলে বা কোন পণ্য সেল দিলে বা বহুস্তর সুবিধা জনিত কোন কাজ করলে তার উপরের পনের জন লিডারদের কমিশন দেওয়া হয়। এক কথায় যাকে শ্রমের বহুস্তর সুবিধা বলা হয়।

- সরাসরি নির্দিষ্ট পরিমাণ রেফার করতে পারলে চারমাস দৈনিক পারফরমেন্স গ্লোবাল ইনকাম। অর্থাৎ প্রতি তিনটি কোর্স সরাসরি রেফার করলে টানা চারমাস দৈনিক পারফরম্যান্স গ্লোবাল ইনকাম । ছয়টির জন্য দৈনিক দুইবার, নয়টির জন্য দৈনিক তিনবার, বারোটির জন্য দৈনিক চারবার। এভাবে চলতে থাকে।

এ প্লাটফর্মটির কিছু বৈশিষ্ট:-

এ পর্যন্ত প্লাটফর্মটির যতটুকু পরিচয় দেওয়া হয়েছে এতে এর বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে । যথাক্রমে:

১. চুক্তির মেয়াদকাল

এখানে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের পর কারবার শেষ হয় না। বরং সামনে বহুস্তরে এটি চলমান থাকে ।

২. পদবি

এখানে বেশ কয়েকটি পদবি একত্রিত হয়।

ক. ক্রেতা। (আপনি তাদের থেকে কোর্স ক্রয় করেছেন)

খ. পরিবেশক। (আপনি নিজে ক্রেতা জোগাড় করে দিবেন এবং সে ক্রেতারাও আরো ক্রেতা জোগাড় করে দিবে। আপনার পরিবেশনার ফলাফল ১৫ জেনারেশন পর্যন্ত থাকবে)

গ. লিডার। (আপনি যতগুলো ক্রেতা সংগ্রহ করেছেন,তারা যতগুলো ক্রেতা সংগ্রহ করেছেন এভাবে পনেরো জেনারেশন পর্যন্ত যতজন ক্রেতা জোগাড় হয়েছে তারা সবাই আপনার টিমে থাকবে। আপনি তাদের লিড করবেন)

ঘ. মুনাফা। (এখানে শুধু নিজে কাজ করলে মুনাফা পাওয়া যায় এরকম নয়। বরং নিজের টিমের যে কেউ কাজ করলে এর থেকে কমিশন পাওয়া যায়)

উপরোক্ত বর্ণনার সারকথা হলো একজন সদস্যের উর্ধ্বতন পনের জন লিডার থাকে। পনেরজন থেকে সে কাজ শিখতে পারে । সময়ে সময়ে সুযোগ সুবিধা নিতে পারে। এ কারণে সে কোন কাজ করলে সেই পনেরজন লিডার কমিশন পেয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা এরকম নয়। তার কাজেন মাধ্যমে উপরের পনেরজন লিডার কমিশন পেলেও সে পনেরজন থেকে দিক নির্দেশনা নেয় না। সরাসরি যার মাধ্যমে সে সেল্ফে ভিড়েছে শুধু তার কাছ থেকে বা নির্দিষ্ট কোন একজনের কাছ থেকে প্রয়োজনগুলো জিজ্ঞাসা করে নেয়। বাকিদের সাথে কোন যোগাযোগ থাকে না। তার পনের লিডার কারা কারা সে তা চিনেও না। তবুও সে কোন রেফার করলে বা পণ্য সেল দিলে ‘পিরামিড স্কিম’ ও ‘এমএলএম’ এর মতো তার উপরের পনেরজন লিডার কমিশন পায়।

পিরামিড স্কিম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

টাকা দিয়ে সদস্যপদ খরিদ করা। একজন লোক নির্ধারিত ফি দিয়ে সদস্য হবে । এরপর সে আরো সদস্য বানাবে। এভাবে নেট পদ্ধতিতে এগিয়ে যাবে এবং উপরওয়ালারা নীচের ওয়ালাদের থেকে কমিশন পাবে। পিরামিড স্কীম কিছুদিন চলার পর স্বাভাবিক নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে যায়। যখন মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে তখন

পিরামিড স্কীম আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমেরিকাতে আইন হয়েছে । আরো কিছু দেশেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৩]

এম.এল.এম এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

এম.এল.এম এর ব্যাখ্যা এই: multi level marketing (M= multi , L= level , M = marketing) বহু , নানা । যেমন: multi color: (বহু বর্ণ) multi national: (নানা দেশে সক্রিয়, বহুজাতিক) Level: স্তর, Marketing: ক্রয়বিক্রয়, বাজারে পণ্য ছাড়া।[৪]

বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে এমএলএম নিষিদ্ধ। ইসলামী ফিকহ একাডেমি ১৭ জুন ২০০৩ সালে এর তৃতীয় অধীবেশনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হল: "বিজনাস কোম্পানি ও এর মত অন্য সকল মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের কোম্পানি সমূহের ব্যবসায় অংশগ্রহণ করা শরী'আতে জায়েয হবে না।[৫] ...

সউদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদ মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন:- "পিরামিড স্কিমের উপর ভিত্তি করে যে ব্যবসা চলছে , যাকে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বলে অভিহিত করা হয় , তা হারাম।[৬]

---

[৩] আল-কাউসার , জানুয়ারি ২০১২ পৃ:৩

[৪] আল-কাউসার , জানুয়ারি ২০১২ পৃ: ০৫

[৫] লিংক: http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31900

[৬] ফতওয়া নং- ২২৯৩৫; তাং ১৪-০৩-১৪২৫ হি.
লিংক: http://www.islamqa.com/en/ref/42579

গবেষণা ও ফাতাওয়ার স্থায়ী কমিটি, সউদী আরব
সভাপতি: শাইখ আবদুল আযীয আশ-শাইখ
সদস্যবৃন্দ: শাইখ সালেহ আল- ফাওযান
শাইখ আবদুল্লাহ আল- গুদাইয়ান
শাইখ আবদুল্লাহ আল-মুতলাক
শাইখ আবদুল্লাহ আর- রাকবান
শাইখ আবদুল্লাহ আল-মুবারকী

বাংলাদেশে যখন এ সিস্টেমে ব্যবসা শুরু হয় তখন তাদের লোভাতুর অফার দেখে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকেরা তাতে জড়িত হতে শুরু করে। বাস্তবতা অনুধাবন না করতে পেরে সাধারণ দ্বীনদার ও কিছু কিছু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীও এ হারামের মাঝে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম হওয়ার সুবাদে লোকেরা আলেম-উলামাদের নিকট এগুলোর বৈধতা-অবৈধতার ব্যপারে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে। ফলে বাংলাদেশ কওমী শিক্ষাবোর্ড বেফাক থেকে এটি না জায়েয হওয়ার ফতোয়া আসে। তখনকার মানুষের মাঝে দ্বীনদারী বেশি ছিলো। তাই ফতুয়া আসার পর কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে যায়।[৭]

১৯৯৬ সালে 'যুবক' নামে এমএলএম কোম্পানি বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে ও সাধারণ ভোক্তাদের কোটিপতি হওয়ার লোভ দেখিয়ে মূলধন হিসেবে টাকা দাবি করে দেশব্যাপী কয়েকশত কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। এরপর ২০০২ সালে একই পন্থায় ডেসটিনি-২০০০ নামক এমএলএম কোম্পানি প্রতারণার মাধ্যমে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। ২০১০ সালে ডেসটিনি নিষিদ্ধ করা হলেও ভিন্ন নামে ও ভিন্ন কর্মকৌশলে অসংখ্য এমএলএম কোম্পানি দেশে লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে ওঠে ও

[৭] আল-কাউসার , জানুয়ারি ২০১২ পৃ. ৩,৪ (সারসংক্ষেপ)

কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশে এসকল এমএলএম কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই ব্যবসার ধরন 'এমএলএম না বলে তাদের ব্যাবসাকে 'নেটওয়ার্ক মার্কেটিং' হিসেবে আখ্যায়িত করে সরল মানুষদের বিভ্রান্ত করে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী সকল প্রকার এমএলএম বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০১৭-১৮ তে বছরে ১২ কোম্পানি অফিস বন্ধ করে হাজার কোটি টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে পলায়ন করে।[৮]

সেই 'এম এল এম' এবং এই 'সেক্ষ' এর মাঝে তফাত :

১ ভিত্তিগত দিক থেকে অন্যান্য এমএলএম কোম্পানি ও সেক্ষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সবগুলোর ভিত্তিই হচ্ছে বহুস্তর বিশিষ্ট বিপণন বা মাল্টিলেভেল মার্কিটিং।

২ অন্যান্য এমএলএম কোম্পানিগুলোতে ডিস্ট্রিবিউটর হতে হলে প্রথমে পণ্য কিনতে হয়। সেক্ষের মাঝেও একই শর্ত।

৩ অন্যান্য এমএলএম কোম্পানিগুলোতে ডিস্ট্রিবিউটররা কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে থাকে না, ফলে তারা কোন প্রকার বেতন/মুজুরি পায় না। বরং তারা কোম্পানির স্বাধীন ঠিকাদার বা মুক্ত ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করে। সেক্ষ এর ভিন্ন কিছু নয়।

৪ অন্যান্য এমএলএম কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরদের মুনাফা আসে নতুন বিক্রয় কর্মী নিয়োগ দিতে পারলে। সেক্ষের ব্যাপারে একই কথা। এক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অন্যান্য এমএলএম কোম্পানিগুলোতে মুনাফা পেতে হলে কমপক্ষে দুজন ক্রেতা

[৮] উইকিপিডিয়া

জোগাড় করতে হয়। আর সেক্ষে একজন ক্রেতা জোগাড় পিছে ৩৫০ টাকা করে দেওয়া হয়।

৫ অন্যান্য এমএলএম কোম্পানিগুলোতে নিচের সাইকেলের ডিস্ট্রিটিবিউটর/পরিবেশকদের কর্মের মাধ্যমে উপরের সাইকেলের পরিবেশকদের মুনাফা অর্জিত হয়। সেক্ফ এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও নিচের লেভেলের লোকদের কর্মের মাধ্যমে উপরের লেভেলের লোকেরা কমিশন পায়।

মোটকথা অন্যান্য এমএলএম কোম্পানিগুলোর সাথে পদ্ধতিগত সামান্যমাত্র পার্থক্য থাকলেও ভিত্তিগত কোন পার্থক্য নেই। আর এমএলএম ও পিরামিড স্কিম অনেক দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ যা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করে এসেছি। ইসলামী শরীয়তে এ পুরো সিস্টেমটাই হারাম [৯]। তবুও আমরা এ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে সেক্ফেকে নিষিদ্ধি বা নাজায়েয বলছি না। বরং পিরামিড স্কিম ও অন্যান্য এমএলএম কোম্পানির সাথে কোন প্রকার তুলনা না করে শুধু সেক্ফ এর কার্যাবলি সামনে রেখে দলিলভিত্তিক এর শরঈ হুকুম পেশ করছি।

টিম গঠন প্লাটফর্মের শরঈ দৃষ্টিকোণ:-

এ প্লাটফর্মটির মাঝে শরীয়তের এমন অনেক নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে যেগুলোর একটিই প্লাটফর্মটি নাজায়েয হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। নিম্নে কয়েকটি চিহ্নিত করা হলো:-

১) صفقة في صفقة (এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি)

২) بيع و شرط বাই ওয়া শর্ত (চুক্তি-পরিপন্থী কোন শর্ত করা)

৩) مخالفة عقد الإجارة (‘আকদুল ইজারা’ বা ইজারা চুক্তি মূলনীতি-পরিপন্থী)

---

[৯] আল-কাউসার , ফেব্রুয়ারী-১২ পৃ. ০৫

৪) غرر গারার (প্রতারণা , ধোঁকা , অস্পষ্টতা , অনিশ্চয়তা)

৫) الأكل بالباطل (বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভোগ করা)

বিশ্লেষণ

১) صفقة في صفقة

অর্থাৎ এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তির শর্ত করা । উদাহরণসরূপ খালেদ মাজেদের কাছে কিছু বই কিনতে গেলো। এ সুযোগে মাজেদ বললো আমি তোমার কাছে বইগুলো বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, তুমি তোমার হাতে থাকা ঘড়িটি আমার কাছে বিক্রি করবে। খালেদের বইগুলো খুব দরকার ছিলো তাই বইগুলো কেনার জন্য বাধ্য হয়ে পছন্দের ঘড়িটা বিক্রি করতে হলো। এ ধরনের চুক্তিকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারণ, এতে এক পক্ষে ক্ষতির তুমুল আশংকা থাকে।

আল্লামা ত্বাকী উসমানী দা. বা. এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তির উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন-

مثل أن يقول البائع : بعتك داري بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا

যেমন বিক্রেতা এভাবে বললো, আমি আমার ঘরটি তোমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, তুমি তোমার গাড়িটি আমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করবে।[10]

এ ধরনের চুক্তি ইসলামে জায়েয নেই । প্রবিত্র হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে এ ধরনের কারবার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে-

نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة

অর্থাৎ :- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন।[11]

---

১০ ফিকহুল বুয়ু‘ ১/৫০৫ (মাকতাবাতুল মাআরিফুল কুরআন)

১১ মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, হাদীস নং :- ৬৩৮২

ইবনে মাসঊদ রা. এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: صفقتان في صفقة ربا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوع.
صحيح ابن حبان ٣٣١/٣ رقم الحديث:١٠٥٣

অর্থাৎ :- এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি করা সুদি কারবার।[12]

২) بيع و شرط বাই ওয়া শর্ত (চুক্তি–পরিপন্থী কোন শর্ত করা)

চুক্তি বিনষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ হলো চুক্তির মাঝে এরকম শর্ত করা যা চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং উক্ত শর্তের মাঝে কোন এক পক্ষের ফায়দা নিহিত রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় একে ‘বাই ও শর্ত’ বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:-

لا يحل سلف و بيع ولا شرطان في بيع.

> অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এরকম কোন শর্ত করা হালাল নয়।[13]

এ বিষয়ে ‘হেদায়া’ কিতাবে বলা হয়েছে -

كل شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده .

---

১২ সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩/৩৩১ হাদিস নং:- ১০৫৩ (আর-রিসালাতুল আলামিয়্যা, দিমাশ্‌ক)

১৩ তিরমিযী শরীফ ৩/৮৬ হাদীস নং : ১২৭৮ (আর-রিসালাতুল আলামিয়্যা, দিমাশ্‌ক)

> অর্থাৎ চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোন শর্ত করলে পাশাপাশি এর মাঝে কোন এক পক্ষের ফায়দা নিহিত থাকলে চুক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে।[14]

মোটকথা এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তির শর্ত করা বা চুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ কোন শর্ত করা দু'টিই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং যে চুক্তিতে এরকম শর্ত পাওয়া যাবে সে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে। আলোচনাধীন টিম গঠন প্লাটফর্মে সম্পূর্ণভাবে এ দু'টি বিদ্যমান। অর্থাৎ দুই হাজার টাকা দিয়ে কোর্স ক্রয় করা এক চুক্তি পাশাপাশি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ও লিডারশিপ গ্রহণ করা আরেক চুক্তি । এখানে একটিকে আরেকটির জন্য শর্ত করা হয়েছে।

মনে করুন, আপনি ব্যবসা করার উদ্দ্যেশ্যে কোন কোম্পানিতে যোগ দিলেন। এ সুযোগে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বলল আপনাকে নিয়োগ দেওয়া হবে এ শর্তে যে, আপনি আমাদের কোম্পানির একশটি ঘড়ি কিনতে হবে। এ অবস্থায় এখানে নিয়োগ দেওয়া এক চুক্তি আর পণ্য খরিদ করা আরেক চুক্তি। যা তাদের স্বার্থে আপনার উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। সুতরাং এখানে এক চুক্তির উপর আরেক চুক্তি এবং চুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ শর্ত করার কারণে তা নাজায়েয হবে। সেল্ফের ব্যাপারে একই কথা।

এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আর তা হলো, এখানে মূলত একটি চুক্তিই করা হয়েছে। আর তা হলো কোর্সের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। যার সাথে ডিস্ট্রবিউটরশিপ ও লিডারশিপ ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে। যেমন আমরা হারপিক কিনলে সাথে ফ্রি মগ পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ । তবে প্রশ্নের যুক্তিটি এখানে প্রযোজ্য নয়। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে ইসলামী অর্থনীতির একটি উসূল বা মূলনীতি উল্লেখ করছি। উসূলটি হলো:-

---

১৪ হিদায়া , ব্যবসা সংক্রান্ত অধ্যায় ৪/৫৯ (মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যা)

العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ والمباني.

> অর্থাৎ শরীয়তের মূলনীতি হলো চুক্তির মাঝে চুক্তিকারীদের উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা ধর্তব্য। বাহ্যিক কথাবার্তা ধর্তব্য নয়।[15]

এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ:

প্রথম উদাহরণ

تنعقد (الإجارة) بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ، لأن العارعة بعوض إجارة . الدر المختار ٨/٩

> কেউ যদি বলে এই ঘরটি এক মাসের জন্য এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে ধার দিলাম । তাহলে ধার শব্দ উচ্চারণ করলেও তা ভাড়াচুক্তি হবে। [16]

দ্বিতীয় উদাহরণ

لو قال شخص لأخر وهبتك هذه الفرس أو الدار بمائة جنيه فيكون هذا العقد عقد بيع لا عقد هبة و تجري فيه أحكام البيع . درر الحكام ٢١/١ .

> কেউ যদি বলে, আমি তোমাকে এই ঘোড়াটি অথবা এই ঘরটি একশত পাউন্ড এর বিনিময়ে দান করলাম তাহলে তা দান হবে না বরং বেচা-কেনার চুক্তি হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সকল হুকুম এর মাঝে প্রযোজ্য হবে। [17]

তৃতীয় উদাহরণ

---

[১৫] আল-কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা নং:- ৮২ (মাকতাবাতুল আযহার)

[১৬] দুররে মুখতার ৯/৮ (মাকতাবাতুল আযহার)

[১৭] দুরারুল হুক্কাম ১/২১ (দারু আলামিল কুতুব, আল মামলাকাতুস সাউদিয়্যাহ)

শরহুল মাজাল্লার কিছু মাসআলা দেখুন ।

فلو قال أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، أو أعطيتك أياها بكذا ، أو قالت لمن يريد نكاحها وهبتك نفسي بكذا، ....فقبل الأخر، فالأول أجارة، والثاني بيع، والثالث تجويج...

> যদি কেউ বলে, আমি এত টাকার বিনিময়ে এই ঘরটি এক মাসের জন্য তোমাকে ধার দিলাম। অথবা যদি বলে এত টাকায় ঘরটি তোমাকে দান করলাম। অথবা যে ব্যক্তির সাথে কোন মহিলার বিবাহ ঠিক হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে যদি মহিলাটি শরীয়ত সম্মত সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলে এত টাকার বিনিময়ে আমি নিজেকে আপনার কাছে বিক্রি করলাম এবং অপর পক্ষ প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করেন তাহলেপ্রথমটি ধার না হয়ে ভাড়া হবে। দ্বিতীয়টি দান এর পরিবর্তে বিক্রয় হবে। তৃতীয়টি বিক্রির পরিবর্তে বিবাহ হবে... । [18]

চতুর্থ উদাহরণ:

بيع العينة ' বাইয়ে ঈনা' বা পাতানো বিক্রি।

খালেদের টাকার প্রয়োজন। মাজেদের কাছে ধার চাইলো। কিন্তু মাজেদ সুদ ছাড়া ধার দেয়না। সুদ যেহেতু হারাম তাই তারা এর বিকল্প পন্থা অবলম্বন করলো । মাজেদ খালেদকে বললো তোমার হাতের ঘড়িটা আমার কাছে এক হাজার টাকায় বিক্রি কবে দাও। ক্রয়-বিক্রয়ের পর আবার বললো এখন আবার ঘড়িটা একমাসের বাকিতে এগারোশত টাকায় কিনে নাও। এতে খালেদের ঘড়িটা খালেদের কাছেই ফিরে আসলো এবং তার এক হাজার টাকার প্রয়োজন ছিলো তা পেয়ে গেলো।

---

[১৮] শরহুল মাজাল্লাহ ১/১৬ (মাকতাবায়ে রশিদিয়্যাহ)

আর মাজেদের এক মাসে হাজারে একশত টাকা সুদ নেওয়ার ইচ্ছা ছিলো তাও পূরণ হয়ে গেলো। শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'বাইয়ে ঈনা' বা পাতানো বিক্রি বলে। বাহ্যিক ভাবে এতে কোন সমস্যা নেই । সুস্পষ্ট ভাষায় তারা ক্রয়-বিক্রয় করেছে। অথচ এটি একটি প্রসিদ্ধ মাস'আলা যে, বাইয়ে ঈনা হারাম। এ বিষয়ে রাসূল সা. বলেন:-

إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم اذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا ، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم . أبو داود ، رقم الحديث : ٣٤٥٦

> যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে গরুর লেজ ধরে রাখবে ও ক্ষেত খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তিনি তোমাদেরকে এ লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে না আসবে। [19]

'ফাতহুল কাদীর' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে :-

هذا البيع مكروه لقوله صلى الله عليه و سلم : إذا تبايعتم بالعينة ... و قال محمد رحمه الله : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا . فتح القدير ، باب الكفالة : ١٩٨/٧

> অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহে তাহরীমী (যা হারাম পর্যায়ের)। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন এ পদ্ধতির ক্রয়-

[19] সুনানু আবু দাঊদ ৫/৩৩৬ হাদীস নং : ৩৪৫৬ (আর-রিসালাতুল আলামিয়্যা)

বিক্রয় আমার অন্তরে পাহাড়ের মত ভারী মনে হয়, সুদখোররাই এটি আবিষ্কার করেছে।[20]

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, চুক্তির মাঝে চুক্তিকারীদের মুখের বাহ্যিক কথাবার্তা তুলনায় তাদের উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা অধিক ধর্তব্য । অন্যথায় বাইয়ে ঈনা জায়েয হতো । অথচ এটিকে সুদের পর্যায়ভুক্ত বলা হয়েছে।

এবার আলোচনাধীন টিম গঠনের মাঝে সাধারণ দৃষ্টিতে একটি চুক্তিই হয়েছে বলে মনে হয়। আর তা হলো কোর্স ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি। আর তা কিনলে পরিবেশনা ও পরিচালনার অধিকার ফ্রিতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এখানে জড়িত ব্যক্তিদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ও লিডারশিপ। অর্থাৎ পরিবেশনা ও পরিচালনা করে মুনাফা গ্রহণ করা। আর এটি আলাদা একটি চুক্তি । কতজন ক্রেতা এনে দিলে কত কমিশন পাওয়া যাবে, টিমের সদস্যরা পণ্য সেল দিলে লিডারশিপ হিসেবে কত টাকা পওয়া যাবে ইত্যাদি। এটিকে আপনি কোর্সের ভিডিওর সাথে ফ্রিতে দেওয়া কোন পণ্য মনে করলে হবে না। এটি কোন পণ্য নয় বরং এটি বড় একটি চুক্তি । যা কোম্পানির সাথে বলবৎ থাকে। তাই ইসলামী অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী এ চুক্তির মাঝে অন্য কোন চুক্তির শর্ত করা যাবে না এমনকি অন্য চুক্তি না হলেও এ চুক্তি পরিপন্থী কোন শর্ত করা যাবে না। অথচ এখানে দুটিই করা হচ্ছে।আপনি চাইলেই এ কাজগুলো করতে পারবেন না । বরং এর জন্য বাধ্যতামূলক ভিডিও কিনতে হবে। ইসলামী শরীয়তে যা সমর্থিত নয়।

এ ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হলো হারপিক আর মগ দু'টি মিলে একটি পণ্য হয়েছে অর্থাৎ একই মূল্যে আপনি দুইটি পণ্য পাচ্ছেন। যা

---

২০ ফাতহুল কাদীর , কাফালাহ অধ্যায় ৭/১৯৮ (আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ)

একটি চুক্তিতে বিক্রি হয়েছে। যেমন আমরা এক সাথে পাঁচটা কলম কিনে থাকি। এগুলো চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। পক্ষান্তরে এখানে ভিডিও কেনা হলো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। ডিস্ট্রিবিওটরশীপ ও লিডারশীপ হলো 'ইজারা' (শ্রম/সেবা) চুক্তি । এখানে ইজারার চুক্তির সাথে ক্রয় বিক্রয় চুক্তিকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে । দু'টি পণ্যকে এক করা আর দু'টি চুক্তিকে এক করা এক বিষয় নয়।[21] শরীয়তের পরিভাষায় যাকে বলে الإجارة المشروطة بالبيع যা নাজায়েয। সুতরাং হারপিক আর মগের যুক্তি এখানে প্রযোজ্য নয়।

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্নঃ-

পরিচালনা ও পরিবেশনার জন্যে যোগ্যতা দরকার আর সে যোগ্যতার জন্য ভিডিওগুলো দেখা আবশ্যক। তাই আমাদের স্বার্থেই কোর্সটি কিনছি। তাকে সমস্যা কোথায়?

উত্তর :-

যোগ্যতার জন্য হয়তো ভিডিওগুলো দেখা ফলপ্রসু হতে পারে কিন্তু তার জন্য তা কেনা আবশ্যক নয়। যে কারো একাউন্ট থেকে দেখলেই হয়ে যেতো। এ ক্ষেত্রে ভিডিওগুলো কিনতেই হবে এ শর্ত করার দরকার ছিলো না।

প্রশ্ন :-

আমিতো শুধু ভিডিও ক্রয় করেছি চাইলে পরিচালনা ও পরিবেশনা করতে পারি আবার না ও করতে পারি। এক্ষেত্রে তারা আমাকে বাধ্য করেনি। তাহলে একটির জন্য আরেকটি শর্ত করা হলো কিভাবে ?

উত্তরঃ-

---

[২১] ইজারা বা শ্রম চুক্তির সাথে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে শর্তযুক্ত করা জায়েয নেই এ বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য দেখুন ফাতাওয়ায়ে উসমানী ৩/৭৮ (যাকারিয়্যা বুক ডিপু)

ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে এ সবের মাঝে উদ্দেশ্য ও বাস্তবতাই মুখ্য। আপনি শুধু ভিডিও দেখার জন্য দুই হাজার টাকা দিয়ে কোর্স ক্রয় করবেন না। এ ক্ষেত্রে আপনার মূল উদ্দেশ্য 'পরিচালনা' ও 'পরিবেশনা'। যার জন্য বাধ্য হয়ে ভিডিও কিনছেন। বাস্তবতা হলো অনেকে ভালোভাবে ভিডিওগুলো দেখেও না।

৩) مخالفة عقد الإجارة ('আকদুল ইজারা' বা ইজারা চুক্তির মুলনীতি পরিপন্থী)

ইসলামী শরীয়তের সাথে সেল্ফের আরেকটি অসংগতিপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেল্ফের কোন কোন পদ্ধতি 'আকদুল ইজারা' বা ইজারা চুক্তির উসূল পরিপন্থী। ইজারা চুক্তি মানে শ্রম বা সেবা প্রদান চুক্তি। আলোচনাধীন সেল্ফে রিসেলিং , রেফারিং ও লিডারশিপ সহ আরো দু'একটি প্লাটফর্ম শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ইজারা চুক্তি। কারণ একজন সেল্ফকর্মী এগুলোর মাঝে শ্রম বা সেবা প্রদান করে থাকে। আর 'আকদুল ইজারাহ' এর দু'টি মৌলিক দিক রয়েছে:

১. শ্রম বা সেবা ।

২. পারিশ্রমিক বা বিনিময়।

আকদুল ইজারা শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ দু'টির মাঝে কোন ধরনের অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। চুক্তির সময় সুস্পষ্টভাবে এ দুটি উল্লেখ থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে 'আদ্দুর্‌রুল মুখতার' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে:-

شرطها : كون الأجرة والمنفعة معلومين لأن جهالتهما تفضي الى المنازعة.

অর্থাৎ :- এধরনের চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো শ্রম ও পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকা। কারণ এ দু'টির অস্পষ্টতা (কখনো কখনো) বিবাদ পর্যন্ত নিয়ে যায়।[22]

'মুহীতুল বুরহানী'তে বলা হয়েছে :-

وأما بيان شرائطها : فنقول يجب أن تكون الأجرة معلومة ٢١٧/١١

অর্থাৎ ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকা।[23]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে:-

وأما شرائط الصحة : (للإجارة) ... منها : أن تكون الأجرة معلومة.
الفتاوى الهندية : ٤٤١/٤

অর্থাৎ ইজারা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট থাকা ।[24]

সুতরাং এধরনের চুক্তি জায়েয হওয়ার জন্য সেবা ও প্রাপ্য নির্ধারিত থাকতে হবে । কোন কারবারে যদি এ দু'টির কোন একটি না থাকে তথা সেবা বা শ্রম পাওয়া গেল কিন্তু বিনিময় পাওয়া গেল না কিংবা সেবা বা শ্রম ছাড়াই বিনিময় পাওয়া গেল অথবা দুটি শর্তই বিদ্যমান কিন্তু কোন একটিতে অস্পষ্টতা রয়েছে তবে সে কারবারটি ইসলামি আইনে مخالفة عقد الإجارة বা ইজারা চুক্তির পরিপন্থী বলে গণ্য হবে এবং ফাসেদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, লিডারশিপ চক্তিটি শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি ইজারা চুক্তি। ইজারা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত অনুযায়ী তাতে

---

২২ দুররে মুখতার ৯/৯ (মাকতাবাতুল আযহার)

২৩ মুহিতুল বুরহানী ১১/২১৭ (ইদারাতুত তুরাছিল ইসলামিয়্যাহ, লেবানন)

২৪ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৪/৪৪১ (আল-মাকতাবাতুত্ থানবিয়্যাহ)

শ্রমের পাশাপাশি পারিশ্রমিকও থাকতে হবে। যার আলোচনা সবে মাত্র করা হলো। কিন্তু তাতে কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত নেই। আপনি একজন লিডারকে জিজ্ঞাসা করুন লিডারশিপ বাবদ সাপ্তাহিক বা মাসিক কত টাকা পায়? সে উত্তর দিবে এক টাকাও না। লিডারশিপের জন্য তাতে কোন পারিশ্রমিক নেই। সেল্ফ তার জন্য তাকে কিছু দেয় না। তার টিমের সদস্যরা কোন রেফার না করলে বা কোন পণ্য সেল না দিলে সে লিডারশিপ হিসেবে কোন বেতন পায় না। আর তার সদস্যদের কামাই থেকে সে কমিশন পায় তাতেও শরীয়তের দৃষ্টিতে নানা সমস্যা রয়েছে যার আলোচনা আমরা 'আল-আকলু বিল বাতিল' শিরোনামে করবো ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ইজারার মূলনীতি বিপরীত হওয়ায় লিডারশিপ চুক্তিটি একটি অবৈধ ও ফাসেদ চুক্তি। ইজারার মূলনীতি অনুযায়ী চুক্তি ফাসেদ হয়ে গেলে শ্রমিক 'আজরে মিছিল' এর অধিকারী হয়।

এ ক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে:-

الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل.

> অর্থাৎ ইজারা চুক্তি ফাসেদ হয়ে গেলে শ্রমিককে আজরে মিছিল দেওয়া আবশ্যক।[25]

'আজরে মিছিল' হল সাধারণত এ জাতীয় কাজে যে পারিমান পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তাই যারা টিম মেন্টেন করে তাদেরকে একাজের সমপরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে হবে। অর্থাৎ সে অন্য জায়গায় এরকম কাজ শিখালে যে পরিমাণ বেতন পেত সে পরিমাণ বেতন তাকে দিতে হবে। কিন্তু এখানে তাদেরকে তা দেওয়া হচ্ছে না। যা ইসলামী অর্থনীতিতে আরেকটি অবৈধ কাজ । এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বর্ণনা 'আকলু বিল বাতিল' শিরোনামে আসছে ইনশাআল্লাহ।

৪) غرر- গারার (প্রতারণা , ধোঁকা , অস্পষ্টতা)

---

[২৫] হেদায়া ৩/৩০১ (ক্বাদীম নুসখা)

ইসলামী আইন শাস্ত্রের সাথে এ প্লাটফর্মটির আরেকটি অসংগতিপূর্ণ বিষয় হলো 'আল-গারার'। পবিত্র হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাষায় গারার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে :-

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر. صحيح مسلم : كتاب البيوع

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গারার'যুক্ত বেচাকেনা থেকে নিষেধ করেছেন।[26]

অন্য এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَعَنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভূক্ত নয়।[27]

'গারার' এর সংজ্ঞা :

গারার এর শাব্দিক অর্থ হলো : প্রতারণা, ধোঁকা , ঝুঁকি, বিপদ ইত্যাদি।[28]

আমরা সাধারণত মনে করে থাকি 'গারার' মানে হলো কাউকে সরাসরি বড় কোন বিপদে ফেলে দেওয়া বা কারো লাখ লাখ টাকা মেরে খাওয়া এজাতীয় কিছু । বস্তুত 'গারার' এতটুকুর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'গারার' হলো ক্রয়-বিক্রয়ের পরিণতি অজানা থাকা । যার কারণে কখনো কখনো বিবাদে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য শরীয়ত বিবাদ পর্যন্ত পোঁছার আগেই 'গারার'কে নিষিদ্ধ করেছে।
ফিকহে হানাফির নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে 'গারার' এর পরিচয় এভাবেই দেওয়া হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রদত্ত হলো–

---

২৬ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়:২২ পরিচ্ছেদ:২

২৭ সহীহ মুসলিম অধ্যায়: ১ পরিচ্ছেদ: ৪৩

২৮ মু'জামুল ওয়াফী: ৭২৭ রিয়াদ প্রকাশনী

١. الغرر ما يكون مستور العاقبة .كتاب المبسوط: ١٣/ ٨١

অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ‘গারার’ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের পরিণাম অজানা থাকা। [29]

٢. الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك.

‘গারার’ হলো এমন এক আশংকা যার কারণে উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া ও না হওয়ার সম্ভাবনা সমানভাবে রয়েছে।[30]

٣. المراد من بيع الغرر : البيع الذي عاقبته مستورة لا يدري إلى ما ينتهي إليه.

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ‘গারার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার পরিণাম গোপন, ফালাফল আজানা । [31]

٤. الغرر ما كان مجهول العاقبة لا يدري أ يكون أم لا.

‘গারার’ বলা হয় যার পরিণতি অজানা, বাস্তবে পাওয়া যাবে না হাত ছাড়া হয়ে যাবে দু’টির সম্ভাবনাই রয়েছে।[32]

সুতরাং ‘গারার’ একটি ব্যাপক শব্দ । যার অনেক শাখা প্রশাখা হতে পারে। পণ্যের অস্পষ্টতা, মূল্যের অস্পষ্টতা, শ্রমের অস্পষ্টতা , পারিশ্রমিকের অস্পষ্টতা সবগুলোই ‘গারার’ এর মাঝে শামিল। এগুলোর কোন একটি বিদ্যমান থাকলে চুক্তিতে গারার আছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে।

---

[২৯] কিতাবুল মাবসুত ১৩/৮১ (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ)

[৩০] বাদায়েউস সানায়ে ৬/৫৪৫ (দারুল হাদিস আল-ক্বাহেরা)

[৩১] ফিকহুল বুয়ু‘ ১/৩৩৯ (মাকতাবাতু মাআরিফিল কুরআন)

[৩২] যাদুল মুহতাজ ৩/৩৮১ (মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, ঢাকা)

যেমন আপনি পানিতে থাকা কোন মাছ এবং আকাশে উড়ন্ত কোন পাখি বিক্রি করতে পারবেন না ।[33] কারণ এগুলো ক্রেতার নিকট অর্পণ করতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত। অথবা কারো সাথে এভাবেও চুক্তি করতে পারবেন না যে, তুমি একদিন আমার বাড়িতে কাজ করবে বিনিময়ে আমি আজ যত টাকার ফল বিক্রি করতে পারবো তত টাকা তোমাকে দিবো। কারণ, এখানে বিনিময় বা পারিশ্রমিক অস্পষ্ট। আপনি যদি ঐদিন কোন ফল বিক্রি করতে না পারেন অথবা পরিমাণে অল্প বিক্রি করতে পারেন তাহলে বিবাদ হতে পারে।
আমরা যে প্লাটফর্ম নিয়ে আলোচনা করছি তাতে এ জাতীয় 'গারারে কাসীর' বিদ্যমান। যা সর্ব অবস্থায় চুক্তি বিনষ্টকারী।

আপনি একটি টিম পরিচালনা করছেন, দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন, সময়ে সময়ে কাজ শিখাচ্ছেন। এ হিসেবে আপনি একজন 'আজীর' বা শ্রমিক। তাই আপনার পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকা আবশ্যক ছিলো । যেমন মাসিক বা সাপ্তাহিক কত টাকা বেতন/পারিশ্রমিক হবে ইত্যাদি। এর পরিবর্তে এখানে আপনার পারিশ্রমিক অন্যদের কর্ম-নির্ভর। আপনার টিমের সদস্যরা কতজন ক্রেতা সংগ্রহ করতে পারবে কতটা পণ্য সেল দিবে পারবে তা অজানা। তাই আপনার শ্রমের পারিশ্রমিকও অজানা। আপনি মাসব্যাপী কাজ শিখিয়ে গেলেন কিন্তু আপনার টিমের কেউ কোন পণ্য সেল দিতে পারলো না বা কোন রেফার করতে পারলো না তাহলে একমাস আপনাকে বিনিময়হীন শ্রম দিতে হবে।

আপনি শ্রম দিলেই পারিশ্রমিক পাবেন এমন কোন পদে আপনাকে নিয়োগ না করে অন্যের কর্মনির্ভর বানানোর মাধ্যমে আপনার পারিশ্রমিককে অনিশ্চয়তায় ফেলা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে আপনি 'গারার' বা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এখানেই শরীয়তের

---

৩৩ কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মদ রহ. ২/৪৩৮ দারু ইবনে হজম। ফাতাওয়ায়ে শামী ৯/১০৬ মাকতাবাতুল আযহার

আপত্তি। মনে করুন কোন শিক্ষকের বেতন এভাবে নির্ধারন করা হলো যে, যতজন শিক্ষার্থী মাসিক পরিক্ষায় ৯০% নাম্বার পাবে ততজনের বিনিময়ে তাকে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হবে তা হলে তা জায়েয হবে না । কারণ এখানে গারার বা প্রতারণা রয়েছে । যদি কোন মাসে কোন শিক্ষার্থী ৯০% নাম্বার না পায় তাহলে কি তিনি এক মাস বিনা বেতনে শ্রম দিবেন!

৫) الأكل بالباطل (আল-আকলু বিল বাতিল) বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভক্ষণ করা ।

টিম গঠন প্লাটফর্মটি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক ও নাজায়েয হওয়ার সবচে বড় কারণ হলো এর মাধ্যমে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভোগ করা হয়। ইসলামী শরীয়তে যা সম্পূর্ণ হারাম।
আল্লাহ তায়ালা বলেন :-

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم.

> পরস্পর সন্তুষ্টি চিত্তে ক্রয়-বিক্রয় করা ব্যতিত একে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভোগ করো না। [34]

পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে :-

لايحل لإمرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ، قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم.

> সন্তুষ্টি ছাড়া অপর ভাইয়ের লাঠিতে হাত দেওয়া জায়েজ নেই। বর্ণনাকারী বলেন হাদিসে এভাবে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা

৩৪ সূরা নিসা আয়াত নং : ২৯

> এক মুসলমানের মাল অপর মুসলমানের জন্য হারাম করেছে তা জোরালো ভাবে বুঝানোর জন্য। [35]

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা প্রমানিত হয় যে, বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ ভোগ করা কিছুতেই জায়েয নেই।

বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ ভোগ করার ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা এবং প্রখ্যাত তাবিঈ হাসান বসরী রহ. বলেন:-

هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض

বিনিময়ের শর্তযুক্ত চুক্তিতে বিনিময়হীন উপার্জনই হলো বাতিল পন্থায় উপার্জন।[36] বিনিময়হীন উপার্জন এর অনেক শাখা প্রশাখা হতে পারে। তার মধ্যে প্রথম কাতারে রয়েছে 'শ্রমবিহীন বিনিময়' ও 'বিনিময়বিহীন শ্রম'। অর্থাৎ বিনিময় গ্রহণ করে সেবা না দেওয়া এবং সেবা গ্রহণ করে পাপ্য না দেওয়া। পারিশ্রমিক ছাড়া কাউকে খাটানো হারাম। এক্ষেত্রে তার পারিশ্রমিক অন্যায়ভাবে ভোগ করা হলো। এমনি ভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে শ্রম না দেওয়াও হারাম। এখানেও অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করা হলো। কারণ শ্রম না দিলে শ্রমিক পারিশ্রমিকের হকদার হয় না। তাই তা অন্যের সম্পদ। যা বাতিল পন্থায় গ্রহণ করা হয়েছে। মোটকথা উল্লিখিত দু'টি পন্থায়ই হারাম।

আর সেক্ষের বহুস্তর সুবিধাজনিত কারবারগুলোতে এরকম 'আকলু মালিল গায়র বিল বাতিল' এর সরব উপস্থিতি রয়েছে। এখানে শ্রমবিহীন বিনিময় ও বিনিময়বিহীন শ্রম দু'টিই বিদ্যমান।

বিনিময়হীন শ্রমের দৃষ্টান্ত :-

---

৩৫ সহীহ ইবনে হিব্বান ১৩/৩১৭ হাদীস নং:- ৫১৭৮ (আর রিসালাতুল আলামিয়্যাহ)

৩৬ রুহুল মাআনী

এ বিষয়টি ফুটে উঠে তাদের লিডারশিপের মাঝে। সেল্ফের দাবি অনুযায়ী টিম পরিচালনা করা একটি বড় দায়িত্ব। সদস্যদের দিক-নির্দেশনা দিতে হয় , সময়ে সময়ে কাজ শিখাতে হয় ইত্যাদি। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এজাতীয় চুক্তি অর্থাৎ যেখানে এক পক্ষের শ্রম আর আরেক পক্ষের বিনিময় থাকে সে জাতীয় চুক্তিকে ইজারা চুক্তি বলে। যারা শ্রম দেয় তাদের 'আজীর' বলে। সুতরাং টিম গঠন হলো একটা 'ইজারা' চুক্তি। আর যারা এ বিভাগে কাজ করে তারা 'আজীর' বা শ্রমিক। ইতিপূর্বে তাও আলোচিত হয়েছে যে, এক্ষেত্রে সবকিছু সুনির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। কোন ধরনের অস্পষ্টতা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন পারিশ্রমিকের অস্পষ্টতা , সময়ের অস্পষ্টতা , কাজের অস্পষ্টতা ইত্যাদি। তাই এখানে সেবা ও পাপ্য এর মাঝে কোন অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। তাই কতদিন টিম মেন্টেন করলে কত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তা নির্ধারণ থাকতে হবে। সাপ্তাহিক , মাসিক বা অন্য কোন বৈধ পদ্ধতিতে তাদের বেতন/পারিশ্রমিক নির্ধারণ থাকতে হবে।

পক্ষান্তরে তা নির্ধারণ না থাকলে এ চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। আর আমাদের আলোচিত এই টিম গঠন প্লাটফর্মে টিম মেন্টেনের কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত নেই। তাদের কেউ কোন ক্রেতা সংগ্রহ করতে না পারলে বা কোন পণ্য সেল দিতে না পারলে লিডাররা সারা মাস খেটেও লিডারশিপের কোন পারিশ্রমিক পায় না। আর এরকম লিডারদের সংখ্যা কম নয়। এটাই শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে পারিশ্রমিক না দেওয়া বা বিনিময়হীন শ্রমের দৃষ্টান্ত। যা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

عَنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِـيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব;

তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল।

দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল।

আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল অথচ সে তার মজুরি (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।[৩৭]

‘শ্রমবিহীন বিনিময়’ এর দৃষ্টান্ত:-

শ্রমবিহীন বিনিময় এর বিষয়টি ফুটে উঠে তাদের বহুস্তর সুবিধা জনিত কারবারগুলোতে। বহুস্তর বিপণন কারবারে ডাউন লেভেলের কর্মের মাধ্যমে আপ লেভেলের যে কমিশন আসে তা সম্পূর্ণ শ্রমবিহীন অর্জিত হয়। কারণ প্রথম চ্যানেল বা প্রথম স্তরে সরাসরি জোগাড় করা ছাড়া পরবর্তী ক্রেতাদেরকে তারা জোগাড় করেনি। বরং তাদের নিচের লেভেলের লোকেরা তাদের জোগাড় করেছে। যাদের রেফারেন্সে তারা সদস্য হয়েছে। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন পনের জন কমিশন পাওয়া হলো শ্রমবিহীন উপার্জন। উদাহরণ স্বরূপ বকর উমরকে একজন ক্রেতা ও পরিবেশক হিসেবে সেল্ফে নিযুক্ত করলো। তাই সে ৩৫০ টাকা পাবে এটা যুক্তিযুক্ত । কারণ এখানে সে সরাসরি কাজ করেছে। তার রেফান্সেই উমর সেল্ফে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং কাজটা শুধুই তার। তার উপরের পনের জেনারেশনের নয়। এক্ষেত্রে তার উপরের পনের চ্যানেল কমিশন পাওয়াই হলো বিনাশ্রমে বিনিময় গ্রহণ। আর এটা ‘আল-আকলু বিল বাতিল’ বা বাতিল পন্থায় মাল উপার্জনের আরেকটি দৃষ্টান্ত। সুতরাং

---

৩৭ বুখারী শরিফ, অধ্যায়:২২ হাদীস নং: ২২২৭

টিম গঠন প্লাটফর্মে বিনিময়হীন শ্রম ও শ্রমহীন বিনিময় দু'টিই পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু বিদ্যমান রয়েছে এরকম নয় বরং এ নীতিটিই সেল্ফের সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ভিত্তি। এ ভিত্তি সরিয়ে ফেললে এ প্রকার ব্যবসার অস্তিত্বই থাকবে না। তাদের এ শ্রমনীতির সাথে ইসলামের শ্রমনীতির সরাসরি সংঘর্ষ রয়েছে। ইসলামের শ্রমনীতি হলোঃ-

﴿ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ، وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴾[النجم : ٣٨-٣٩]

> ...উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না। আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে। [৩৮]
> (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুবাদকৃত)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, মানুষ কেবল তার নিজের শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল লাভের অধিকারী। কারও নিযুক্ত কর্মী না হলে একজন আরেকজনের শ্রমের ফলে অংশীদার হতে পারে না। একইভাবে মানুষ তার শ্রমের ফল কেবল নিকটবর্তী লেভেল থেকে আশা করতে পারে। তাদের এ সিস্টেম যেমন ইসলামী শ্রমনীতির সাথে অসংগতিপূর্ণ তেমনি মানবীয় বুদ্ধি বিবেচনায় অস্বীকৃত। কারণ, এ ব্যবসায় এক পর্যায়ে দেখা যায় নিম্ন লেভেলের ডিস্ট্রিবিউটর কিশোরগঞ্জের নাসিফ মুস্তফা উচ্চ লেভেলের ডিস্ট্রিবিউটর ঢাকার আব্দুর রহীমকে চিনেও না, অথচ নিম্নলেভেলের নাসিফ থেকে উচ্চ লেভেলের আব্দুর রহীম কমিশন পাচ্ছে। মানবীয় সুস্থ বিবেক বলছে, কোন পণ্যের পেছনে যে প্রত্যক্ষ শ্রম দিয়েছে কেবলমাত্র সেই পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল বা পরিচালক শ্রম দেন বলে তার পারিশ্রমিক বৈধ। এখন যদি তিনি বলেন আমার কষ্টের ফল স্বরূপ আমার প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষিত হয়ে অন্য জায়গায় শিক্ষকতা করবে

---

38 সূরা আন- নাজম ৫৩: ৩৮-৩৯

তাদের কর্মের কারণে আমাকে কমিশন দিতে হবে এবং তাদের ছাত্ররা শিক্ষিত হয়ে যতজনকে শিক্ষিত করে তোলবে এভাবে পনের জেনারেশন পর্যন্ত যতজন শিক্ষিত হয়ে চাকরি করবে তাদের সবার কাজের একটা কমিশন আমাকে দিতে হবে তাহলে শুধু ইসলাম এটাকে অকাট্ট হারাম করেছে তা নয় বরং মানবীয় সুস্থ বিবেকের দাবিও এটাই। এই আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ও দায় (income and liability) সবসময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। কোন ক্রমেই তা বহুস্তর (multi level) পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে না। এ আলোচনার সারমর্ম হলো সেল্ফের বহুস্তর সুবিধা জনিত যত কারবার রয়েছে সবগুলো ইসলামী দৃষ্টিকোণে বাতিল পন্থায় মাল উপার্জনের অন্তর্ভূক্ত এবং অকাট্ট হারাম।

২. রিসেলিং (Reselling) :-

রিসেলিং এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়:-

“Re” মানে পুনরায়, আবার । “Selling” মানে বিক্রি । একসাথে অর্থ দাঁড়ায় পুনর্বিক্রি।

এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বলে “Reseller” বা পুনর্বিক্রেতা।

ইসলামী অর্থনীতিতে তাদেরকে সিমসার বলা হয়। আর আমাদের সমাজে দালাল বলে অভিহিত করা হয়।

রিসেলার, সিমসার বা দালালের পরিচয় হানাফী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব ‘কিতাবুল মাবসুতে’ এভাবে দেওয়া হয়েছে:-

و السمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعا و شراءً

অর্থাৎ সিমসার (রিসেলার, দালাল) এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের মাল বিক্রি করে দেন বা কিনে দেন।[39] আর এখানে এমনটিই হয়। রিসেলাররা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেল্ফের পণ্য বিক্রি করে দেন।

৩৯ কিতাবুল মাবসুত : **১৫/১২৮** (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ)

যার পদ্ধতি হলো সেল্ফে যে সব পণ্য রয়েছে রিসেলাররা সেগুলো বিভিন্ন সোসাল মিডিয়ায় মার্কেটিং করে এবং নির্ধারিত মূল্য থেকে যত বেশি টাকায় বিক্রি করতে পারে তত টাকা সেল্ফ তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে দিয়ে দেয় আর বাকি নির্ধারিত মূল্যটি সেল্ফ গ্রহণ করে। উদাহরণসরূপ সেল্ফ যে পন্যটি ৬০০ টাকায় সেল্ফ এপে প্রদর্শন করে সেটি রিসেলারদের আনুমানিক ১০০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রির অধিকার দেয়। রিসেলাররা পণ্যটি ৬০০ টাকার উপরে ১০০০ টাকা পর্যন্ত যত টাকায় গ্রাহকের কাছে সেল করে তত টাকা সেল্ফ তাদের একাউন্টে পাঠিয়ে দেয়।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে রিসেলিং চুক্তিটা হলো একটি ইজারা চুক্তি। আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, ইসলামী শরীয়তে ইজারা চুক্তি সহীহ হওয়ার প্রধান দু'টি শর্ত হলো 'সেবা ও প্রাপ্য' বা 'শ্রম ও পারিশ্রমিক' নির্ধারিত থাকা। আর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার একটি পদ্ধতি এটাও হতে পারে যা সাধারণত রিসেলিং সিস্টেমের মাঝে রয়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত যত বিক্রি করা হবে তত রিসেলার পাবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. 'সহীহ বুখারী'তে উল্লেখ করেন:-

قال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا و كذا فهو لك. صحيح البخاري تعليقا ٣/١٠٣ دار التاصيل.

> অর্থাৎ:- হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এভাবে বলতে সমস্যা নেই যে, কাপড়টি বিক্রি করে দাও, এত টাকা থেকে যত বেশি বিক্রি করতে পারবে তত তোমার।[40]

সুতরাং রিসেলিং এর মাঝে পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকলে, এবং এর মাঝে কোন প্রতারণা, ধোঁকা ও কিমার না থাকলে তা জায়েয।

এ বিষয়ে 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে বলা হয়েছে:-

---

৪০ সহীহ বুখারী ৩/১০৩ (দারু ইবনে হজ্‌ম)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال : أرجو أنه لا بأس به .

> অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে সালামাকে দালালি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আশা করি তাতে কোন সমস্যা নেই। [41]

সুতরাং যে সব কোম্পানির রিসেলিং বিজনেসে উপরোল্লিখিত শর্তগুলো মানা হয়েছে সে সব কোম্পানির রিসেলিং জায়েয হলেও সেক্ষের ‘রিসেলিং’ জায়েয নয়। এখানে কাজ করা ও কাজের বিনিময়ে দালালির কমিশন (Brokerage fee) গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ এতে বহুস্তর সুবিধা রয়েছে । আর বহুস্তর সুবিধা হারাম হওয়ার বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে বহুবার আলোচনা করে এসেছি।
আপনি রিসেল দিলেন, পারিশ্রমিকও পেলেন। রেফার করলেন কমিশনও পেলেন এখানে এতটুকুর মাঝে কারবার সীমাবদ্ধ নয়। আপনি একটা পণ্য রিসেল দিলেন বা একটি ভিডিও রেফার করলেন এর মানে হলো এর মাধ্যমে আপনি আপনার আপ লেভেলের পনের জনকে ‘আকলু বিল বাতিল’ বা বাতিল পন্থায় মাল অর্জনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এমনিভাবে আপনার টিমের কেউ রিসেল দিলে বা বেফার করলে আপনি সহ আপনার উপরের আরো চদ্দজন বাতিল পন্থায় মাল ভোগ করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :-

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوٰن واتقوا الله إن الله شديد العقاب

> সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালঙ্গনের কাজে পরস্পরকে

৪১ ফাতওয়ায়ে শামী ৯/১০৭ (মাকতাবাতুল আযহার)

সহযোগিতা করো না । আল্লাহকে ভয় করো , আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। [42]

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে:-

الدال على الشر كصانعه الجامع لأحكام القرآن ٣/٤٢٤

অর্থাৎ- মন্দ কাজে কোনরূপ সহায়তাকারী মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মতই। [43]

এ কারণে সেক্ষের রিসেলিং জায়েয নেই। রেফার এর ব্যপারে একই কথা। আপনার এক রেফারের কারণে আপনার আপ লেভেলের পনের জন বাতিল পন্থায় উপার্জন গ্রহণ করে। তাই এখানে এদু'টিও নাজায়েয।

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর:-

প্রশ্ন:-

রিসেলিং এর মাঝে পণ্য সেল দিতে পারলেই পারিশ্রমিক পাবে। সেল দিতে না পারলে পারিশ্রমিক পাবে না এভাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যদি জায়েয হয় তাহলে টিম মেন্টেন এর মাঝে এভাবে নির্ধারণ করা জায়েয হওয়ার কথা যে, টিমের কেউ রেফার করতে পারলে বা পণ্য সেল দিতে পারলে টিম লিডার পারিশ্রমিক পাবে না হয় পাবে না?

উত্তর:-

রিসেলিং এর মাঝে মূল কাজই হলো পণ্য সেল দেওয়া । তাই সেল দিতে না পারলে পারশ্রমিক পাবে না। যেমন আপনি কাউকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আপনার জমি বিক্রি করে দিতে বললেন। তাহলে তিনি আপনার জমি বিক্রি করে দিলেই এক হাজার হকদার হবেন।

---

৪২ সুরাতুল মায়িদা : ২

৪৩ আলজামিউ লি আহকামিল কুরআন ৩/৪২৪ (দারুল হাদীস আল-ক্বাহেরা)

রিসেলিংটা ঠিক এমনই। পক্ষান্তরে টিম লিডারের কাজ হলো টিম মেন্টেন করা। টিমের সদস্যদের কাজ শিখানো, দিক নির্দেশনা দেওয়া ইত্যাদি। এই কাজগুলো করলেই তিনি পারিশ্রমিক পাবেন। যেমন কোন মুহতামিম মাদরাসা পরিচলনা করেন তাই সে হিসেবে তিনি বেতন পান । এখন যদি তার বেতন এভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, আপনি মাদরাসা পরিচালনা করুন পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতিমাসে যতজন শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি হবে তত জনের বিনিময়ে পাঁচশত টাকা করে আপনাকে দেওয়া হবে। তাহলে তা নাজায়েজ হবে। কারণ এক মাসে কত জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে তা অজানা। কোন কোন মাসে শিক্ষার্থী ভর্তি নাও হতে পারে। এখানে 'গারার' (প্রতারণা) 'আকলু বিল বাতিল' (অন্যায় ভাবে অন্যের মাল গ্রহণ) পাওয়া যায়। টিম মেন্টেনের ব্যাপারটা ঠিক এমনই। টিম পরিচালনা করলেই তিনি বেতন পাবেন। এক্ষেত্রে তার টিমের সদস্যদের কর্মের সাথে তার পারিশ্রমিক শর্তযুক্ত করা শরীয়তের শ্রমনীতির খেলাফ হয়েছে । তাই তা নাজায়েয।

প্রশ্নঃ-

লিডারদের বেতন না থাকায় যদি কোন লিডার আপত্তি না করে তাহলে তো জায়েয হওয়ার কথা!

কোনরূপ বিনিময় ছাড়া অন্যের সহযোগিতা তো ইসলামে প্রমাণিত। বরং এটি একটি উত্তম গুণ।

উত্তরঃ-

লিডারদের কোন বেতন না থাকায় কোন লিডারদের আপত্তি নেই কথাটা সঠিক নয়। বাস্তবতা হলো কোন লিডার জানেই না যে, তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত নেই। তারা মনে করে পনের জেনারেশনের কমিশন তাদের বেতন। পনের জেনারেশনের অবৈধ কমিশন তাদের না দিলে তারা দুই হাজার টাকা দিয়ে একাউন্ট খোলে অযথা লিডারশিপে নিজেদের সময় ব্যয় করবে না। সুতরাং লিডাররা এতে সম্মত কথাটা সঠিক নয়। বরং তারা জেনে না জেনে অবৈধ কমিশন পেয়ে চুপ থাকে।

তাছাড়া পারস্পরিক সম্মতি-অসম্মতি অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের আলোকে হতে হবে। অন্যথায় সুদ-ঘুষও পারস্পরিক সম্মতিতে জায়েয হয়ে যেতো।

প্রশ্নঃ-

আপনারা বহুস্তর সুবিধা হারাম হওয়ার কারণ বলেছেন এতে শ্রমবিহীন বিনিময় রয়েছে যা 'আল-আকলু বিল বাতিল' এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় হারাম। কিন্তু আমরাতো জানি, যে পনের চ্যানেল থেকে বহুস্তর সুবিধা দেওয়া হয় সে পনের চ্যানেল নিয়ে একটি টিম গঠন হয় আর লিডাররা সে টিম পরিচালনা করে তাহলে তাদের বহুস্তর সুবিধা শ্রমবিহীন হলো কিভাবে?

উত্তর:-

আমদের প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়লে আশা করি এরকম প্রশ্ন কারো জাগবে না। এখানে আবারো বলছি, লিডারশিপ চুক্তির মাঝে শরীয়ত গর্হিত অনেক বিষয় রয়েছে। যার প্রদান দু'টি হলো-

এক. তাদের বেতন নির্ধারিত নেই।
দুই. পনের চ্যানেল পর্যন্ত বহুস্তর সুবিধা।

একজন শিক্ষকের মতো একজন লিডারেরও বেতন নির্ধারিত থাকা দরকার ছিলো। কিন্তু তা নির্ধারিত নেই। আপনি একজন লিডারকে জিজ্ঞাসা করুন যে, একমাস লিডারিং করে রিডারশিপ বাবদ কত টাকা বেতন পাও? সে উত্তর দিবে নির্ধারিত নেই। এক্ষেত্রে সেল্ফ তাদের বেতন অন্যায় ভবে ভোগ করছে। শ্রম নিয়ে বিনিময় না দেওয়ায় তা আল-আকলু বিল বাতিল এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে হারাম হিসেবে গণ্য।

অপরদিকে পনের চ্যানেল পর্যন্ত বহুস্তর সুবিধা । এটাও আল-আকলু বিল বাতিল এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় হারাম। একজন লিডার পনের চ্যানেল পর্যন্ত বহুস্তর সুবিধা পাবে কোন যুক্তিতে? সেল্ফ বলবে সে তাদের সময়ে সময়ে কাজ শিখায়, দিক-নির্দেশনা দেয়। এজন্য সে বহুস্তর সুবিধা পায়। একজন সেল্ফকর্মীকে প্রশ্নটা করলে সে বলবে আমি আমার পনের লিডার কারা কারা তা চিনিই না। বস্তুত এমনিই হয় । সরাসরি যার মাধ্যমে সে সেল্ফে ভিড়েছে শুধু তার কাছ থেকে বা নির্দিষ্ট কোন একজনের কাছ থেকে প্রয়োজনগুলো জিজ্ঞাসা করে নেয়। বাকিদের সাথে কোন যোগাযোগ থাকে না। তার পনের লিডার কারা কারা সে তা চিনেও না। তবুও সে কোন রেফার করলে বা পণ্য সেল দিলে 'পিরামিড স্কিম' ও 'এমএলএম' এর মতো তার উপরের পনেরজন লিডার কমিশন পায়। এজন্য বহুস্তর সুবিধায় শ্রম রয়েছে কথাটা অবান্তর।

প্রশ্ন:-

বহুস্তর সুবিধা আল-আকলু বিল বাতিল হয় কিভাবে? এখানে তো কর্মীদের লাভ থেকে দেওয়া হয় এরকম নয় বরং তা সম্পূর্ণ কোম্পানির প্রফিট থেকে দেওয়া হয় । এ বিষয়ে আপনারা কী বলবেন?

উত্তর:- 'বহুস্তর সুবিধা' কর্মীদের লাভ থেকে প্রদান করা না হলেও তা আল-আকলু বিল বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ সেল্ফ তাদেরকে এ বিনিময় কি হিসেবে দেয়? নিছক গিফ্‌ট হিসেবে? তা সম্ভব নয়। কারণ গিফ্‌টা বা উপহার হিসেবে প্রদান করে থাকলে সেল্ফ তা সর্বদা দিতে বাধ্য নয়। যখন মনে চায় না দেওয়ারও অধিকার রাখে। কম-বেশি দেওয়ারও অধিকার রাখে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সেল্ফ এ ক্ষেত্রে না দেওয়ার অধিকার রাখে না। নির্ধারিত অংশের কম দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে না। তাহলে তা গিফ্‌ট বা উপহার থাকলো না। এবার আপনারাই নির্ধারণ করুন এ কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে।

আর শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন প্রকার শ্রম ছাড়া বিনিময় দিতে বাধ্য থাকাই মানে 'আল-আকলু বিল বাতিল' এর শিকার হওয়া। তাই তা কর্মীদের লাভ থেকে দেওয়া হোক বা সেল্ফের প্রফিট থেকে তাতে কিছু যায় আসে না। সর্বদায় তা 'আল-আকলু বিল বাতিল' বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে লিডার কর্তৃক সেল্ফের মাল অন্যায় ভাবে ভোগ করা হচ্ছে। যেমনি ভাবে টিম মেন্টেনের ক্ষেত্রে সেল্ফ লিডারদের মাল অন্যায় ভাবে ভোগ করে থাকে।

সেল্ফ সমর্থনকারীদের কিছু অপব্যাখ্যা ও যুক্তি এবং তার উত্তরঃ-

যুগ যুগ ধরে স্বার্থান্বেষী একটা গোষ্ঠী ইসলামের নানা অপব্যাখ্যা ও বিকৃতিসাধন করে আসছে। প্রতিটি যুগেই এই শ্রেণীটা ইসলামের জন্য এক বিরাট হুমকি হিসেবে কাজ করেছে। তাদের স্বর্থের সামনে এই পূত-পবিত্র ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতিসাধন সামান্য মাত্র। সত্যের উপর অবিচলিত উলামায়ে কেরাম প্রতিটি যুগেই এই শ্রেণিটাকে প্রতিহত করে আসছেন। আমাদের যুগেও এই শ্রেণিটা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ফলে কিছু বেশধারীর মুখরোচক গল্পের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির বেড়াজাল দেখতে না পেয়ে ধনী হবার স্বপ্ন লালন করে সেল্ফে যুক্ত হতে থাকে মাদরাসায় অধ্যয়নরত কিছু সহজ সরল তালেবে ইলমও। যারা এখনো দ্বীনের হালাল-হারাম ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। আর সাধারণ জনগণ ভাবতে থাকেন নি:স্বন্দেহে এ ব্যবসা জায়েজ। কিছু মানুষের অপব্যাখ্যার কারণেই এই ভুল বুঝাবুঝি। বিভিন্ন সোসাল মিডিয়ায় তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নানা অপব্যাখ্যা ও বিকৃতিসাধনের মাধ্যমে সেল্ফকে জায়েয হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছে। আলেম সমাজের কাছে তাদের অপব্যাখ্যাগুলো সুস্পষ্ট হলেও যারা আলেম নন তাদের কাছে তাদের অপব্যাখ্যাগুলো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। আমরা এখানে তাদের কিছু খুড়া যুক্তি উল্লেখ

করছি যাতে জনগণ নির্ভেজাল ভাবে দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারেন এবং শরীয়তে অনোমদিত নয় এমন কারবারকে জায়েয মনে না করেন।

১. সেল্ফ সম্পর্কে না জেনে নিজেদের স্বার্থে সেল্ফকে নাজায়েয বলা তাদের জন্য জায়েয হয়নি। আপনারা পিছিয়ে থাকবেন না। সেল্ফ বিজনেস করে নিজেদের আরো উন্নতি করুন। এক সময় সেল্ফ পুরো দেশে উন্নতি লাভ করবে। না হয় তখন আফসোস করবেন।

✓ কোনো ব্যবসায়ী গ্রুপ বা ব্যক্তি চাই সে এমএলএম তরীকার হোক বা অন্য কোনো পন্থায় ব্যবসাকারী হোক তাদের সাথে আলেমদের ব্যক্তিগত কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই এবং শুধু মুসলমানদের হালাল-হারামের বিষয় জিজ্ঞাসাসমূহের সার্বিক উত্তরের ব্যাপারে আলেমদের দায়বদ্ধতা না থাকলে তারা তাদেরকে নিয়ে ভাবতেনও না। আলেমরা কখনো নিজেদের স্বার্থে শরীয়তের হুকুম বলেননা। আলেমদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য মারাত্মক অন্যায়। তাছাড়া আমরা শুধু হুকুম বলিনি। এর আগে সেল্ফের বিস্তর বর্ণনা দিয়েছি। আপনারা সবকিছু দেখে সেল্ফের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন। হারাম ইনকাম থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হোন। আরেকটা কথা বলছি এজাতীয় ব্যবসা আরো আগেও ছিলো। কোনটাই বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

২. এমএলএম আর সেল্ফ এক রকম নয় বলে আমরা মনে করি। এমএলএম এর মাঝে দুইজন ক্রেতা জোগাড় করতে না পারলে কোন কমিশন পাওয়া যায় না। আমাদের সেল্ফে একজন ক্রেতা আনলেই কমিশন পাওয়া যায়। সুতরাং এমএলএম এর উপর নির্ভর করে সেল্ফকে নাজায়েয বলা অবান্তর।

✓ এমএলএম এর সাথে তাদের পলিসির কতটুকু তফাত রয়েছে তা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। সম্মানিত পাঠকদের তা ভালোভাবে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি। তাছাড়া আমরা এমএলএম এর উপর নির্ভর করে সেল্ফকে নাজায়েয বলেছি এরকম নয়। সেল্ফ এর সমস্যাগুলো সামনে রেখে এর সমাধান দিয়েছি। সুতরাং কারো প্রতারনায় হারামে লিপ্ত হবার আগে একটু ভেবে নিন।

৩. কষ্ট ছাড়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম এটা আমরা মানি। তবে আমাদের এখানে কষ্ট ছাড়া কোন কাজ নেই। একজন লিডার জানেন টিম পরিচালনা করা কত কষ্টের। যেমন একজন পরিচালক জানেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা কত কষ্টের। তাই পনের জেনারেশনের কমিশন কষ্ট ছাড়া অর্জন হয় এরকম নয়। এ যুক্তি দিয়ে যারা সেল্ফকে হারাম বলেন তাদের কথা না শুণে সামনে এগিয়ে যান।

✓ অপব্যাখ্যা একটি মারাত্মক ভাইরাস। গোটা জাতি এর মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়। তাদের এ অপব্যাখ্যাটি বুঝার জন্য দেখে আসুন আমাদের প্রবন্ধের ‘আকলু বিল বাতিল’ প্রসঙ্গটি। এখানে শুধু এতটুকু বলছি ইসলামে কষ্ট ছাড়া পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয নেই বিষয়টি এরকম নই। ইসলামের নীতি হলো শ্রমবিহীন পারিশ্রমিক জায়েয নেই। দু’টি কথার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

সার কথা:-

এ ব্যবসা-পলিসির মাঝে শরীয়ত গর্হিত অনেক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। যার মৌলিক কিছু হলো-

১) صفقة في صفقة (এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি)

২) بيع و شرط ('বাই ওয়া শর্ত' বা চুক্তি-পরিপন্থী শর্ত)

৩) مخالفة عقد الإجارة ('আকদুল ইজারা' বা ইজারা চুক্তির মূলনীতি পরিপন্থী)

৪) غرر ('গারার' বা প্রতারণা , ধোঁকা , অস্পষ্টতা , অনিশ্চয়তা)

৫) الأكل بالباطل। (বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভক্ষণ)

এ সমস্ত শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে সেক্ষের মাঝে কোন ধরনের একাউন্ট খোলা সম্ভব নয়। তাই এ ব্যবসার সাথে কোনরূপ যুক্ত হওয়া এবং অন্যকে এর প্রতি উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি।

والله أعلم بالصواب

যে কোন প্রয়োজনে-

fuadallmahmud1999@gmail.com